জমির প্রকারভেদে ধান চাষ

আপনার জমির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সঠিক ফসল নির্বাচন করুন

ফ্যাক্ট শীটঃ মৃত্তিকা ও সার ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশ ভূমিকে প্লাবনের গভীরতা ও স্থায়িত্বের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করা হয়। এ দেশের কৃষক আদি যুগ হতেই বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে কৃষি জমিকে বর্ষার প্লাবনের গভীরতা, স্থায়িত্ব ও মৃত্তিকা রস প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে চাষাবাদ করে থাকে।

ফসল নির্বাচনে মৌসুমী প্লাবনের গভীরতা, জমি হতে কখন পানি সরে জমিতে 'জো' আসে এবং জমিতে কতদিন রস থাকে--ফসল উৎপাদনে এ অবস্থাগুলোর একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। এর আলোকে বাংলাদেশের ভূমিকে প্রধানত পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছেঃ

মেঘনা অববাহিকায় উঁচু প্লাবন ভূমি

শ্রেণী	বৈশিষ্ট্য	অবস্থান	ধান চাষের সম্পর্ক
উঁচু জমি	এ জমি সাধারণত বর্ষাকালে স্বাভাবিক বন্যায় প্লাবিত হয় না।	বরেন্দ্র ভূমি ও মধুপুর গড়ের অধিকাংশ অঞ্চল এ শ্রেণীর আওতাভুক্ত।	এ সব জমিতে মূলত ইক্ষু, কলা ও ফল জাতীয় শস্য উৎপাদন হয়ে থাকে তবে বর্ষাকালে আইল বেঁধে পানি আটকে রেখে রোপা আমন চাষ করা হয়।
মাঝারি উঁচু জমি	এ জমি বর্ষাকালে স্বাভাবিক বন্যায় প্রায় ৯০ সেন্টিমিটার গভীরতা পর্যন্ত ক্রমাগত ২ সপ্তাহের বেশী হতে কয়েক মাস পর্যন্ত প্লাবিত থাকে	গঙ্গা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার উচ্চ প্লাবন ভূমি এর অন্তর্ভুক্ত।	এসব জমি উফশী রোপা আমন এবং বোরো ধান চাষের উপযোগী।
মাঝারি নিচু জমি	এ জমি বর্ষাকালে স্বাভাবিক বন্যায় ৯০ হতে ১৮০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত গভীর পানিতে ক্রমাগত কয়েক মাস প্লাবিত থাকে।	গঙ্গা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার নিম্ন প্লাবন ভূমি এর অন্তর্ভুক্ত।	এ জমি গভীর পানির রোপা আমন ও বোরো ধান চাষের উপযোগী।
নিচু জমি	এ জমি বর্ষাকালে ১৮০ হতে ২৭০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত গভীর পানিতে ক্রমাগত কয়েক মাস প্লাবিত থাকে।	সিলেট, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জের হাওর এলাকার ভূমি এর আওতাভুক্ত।	এ সব জমি বোরো ধান চাষের জন্য উপযোগী। তবে অনেক সময় আগাম বন্যা ও পাহাড়ী ঢলে এ ফসলের ক্ষতি হয়।
অতি নিচু জমি	এ জমি বর্ষাকালে ২৭০ সেমি বা তার বেশী গভীর পানিতে ক্রমাগত কয়েক মাস প্লাবিত থাকে।	সিলেট, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জের হাওর এলাকার ভূমি এর আওতাভুক্ত।	এ সব জমিতে শুধু বোরো ধানের চাষ হয়।

মেঘনা অববাহিকায় নিচু প্লাবন ভূমি

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd